

া মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৫০৫

পর্ব-২৭: ফিতনাহ (کتاب الْفتَن)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ -'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর অবতরণ

الفصل الاول (بَاب نزُول عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام)

আরবী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ليوشكَنَّ أَن ينزلَ فِيكُم ابنُ مَرْيَم حكَماً عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تكون السَّجْدَة الْوَاحِدة خيرامن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تكون السَّجْدَة الْوَاحِدة خيرامن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فاقرؤا إن شئتم [وإنْ من أهل الْكتاب إلاّ ليُوْمِنن بِهِ قبل مَوته] الْآيَة. مُتَّفق عَلَيْهِ

متفق عليم ، رواه البخارى (2222) و مسلم (242 / 155)، (389 و 390) ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

বাংলা

ফুটনোট



সহীহঃ বুখারী ৩৪৪৮, মুসলিম ২৪২-(১৫৫), সহীহুল জামি ৭০৭৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৭৯, আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ২৫৬৫

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ) অতঃপর তিনি খ্রিষ্টানদের ক্রশ চিহ্ন ভেঙ্গে ফেলবেন। শারহুস্ সুন্নাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে এর অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, তিনি খ্রিষ্টায় মতবাদকে ধ্বংস করে দীনে হানীফের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ) এবং তিনি শুকর মেরে ফেলবেন। অর্থাৎ তিনি শুকর লালন পালন ও তা খাওয়া হারাম ঘোষণা করবেন এবং হত্যার নির্দেশ দিবেন।

শারহুস্ সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূলত শুকর সম্পূর্ণভাবে অপবিত্র। যেহেতু 'ঈসা আলায়হিস সালাম ইসালামী শারী'আহ মোতাবেক শুকরকে মেরে ফেলতে বলবেন আর শারী'আতে উপকারী বস্তু ধ্বংস করা বৈধ নয়। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে, শুকর সম্পূর্ণভাবে হারাম হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের সাথে কখনো তা বৈধ হতে পারে।

(وَيَضَعُ الْجِزْيَة) আর তিনি আহলে কিতাবের উপর থেকে জিযইয়াহ্ বা কর প্রথা উঠিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে ইসালামে দীক্ষিত করবেন। মূলত সত্য দীন ছাড়া আর কেউ তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে না। অথবা তিনি তাদের ওপর থেকে জিযইয়াহ্ বা কর উঠিয়ে দিবেন এ কারণে যে, তখন তা গ্রহণ করার মত কোন লোক থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে সম্পদের প্রতি কারো লোভ থাকবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে। হাদীসের পরবর্তী বাক্য (وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ (الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ) অর্থাৎ সম্পদ এত অধিক হবে যে, তা কেউ গ্রহণ করবে না।

(حَتَّى تكون السَّجْدَة الْوَاحِدَة خيرامن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) এমনকি একটি সিজদাহ দেয়া দুনিয়া ও তার যাবতীয় বস্তুর চেয়ে উত্তম হবে। কেননা তাতে 'ইবাদতের মাধ্যমে প্রশান্তি অর্জন নিহিত রয়েছে। এখানে সিজদাহ্ বলতে পরিপূর্ণ সালাতকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু সালাতের মধ্যে সিজদাহও অন্তর্ভুক্ত। 'আল্লামাহ্ তূরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বাস্তবেই একটি সিজদার মূল্যায়ন এমনটি হবে। যেহেতু মানুষেরা আল্লাহর আদেশ পালনে অনুরাগী হবে এবং দুনিয়া থেকে বিরাগী হবে। তাই তাদের কাছে একটি সিজদাহ্ দুনিয়া ও তার যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম হবে।।

অতঃপর আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, তোমরা চাইলে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পড়ে দেখ, আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই তার মৃত্যুর পূর্বে 'ঈসা আলায়হিস সালাম-এর প্রতি ঈমান আনবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহ্ল্লাহ) বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, 'ঈসা আলায়হিস সালাম শেষ যামানায় এই দুনিয়ায় আগমন করবেন, যা রাসূলের বাণীর সত্যায়নকারী সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই ''ঈসা আলায়হিস সালাম-এর মৃত্যুর পূর্বেই তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন শুধু ইসলাম ধর্মই অবশিষ্ট থাকবে অন্য কোন ধর্ম থাকবে না। অথবা আয়াতের অর্থ এরূপও হতে পারে আহলে কিতাবের প্রত্যেকেই প্রাণ হরণের পূর্বেই মুহাম্মাদ (সা.) -এর প্রতি ঈমান আনবে। কিন্তু তখন তার ঈমান কোনই কাজে আসবে না। অথবা প্রত্যেক আহলে কিতাবেই মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে কিন্তু তা কোনই কাজে আসবে না। আবৃ হুরায়রাহ্



(রাঃ)-এর মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। (মিরকাতুল মাফাতীহ; ফাতহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা. ৩৪৪৮; শারহুন নাবাবী ২য় খণ্ড, হা. ২৪২)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবৃ হুরায়রা (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন